সাতদিন

২০ ডিসেম্বর : ঝিনাইদহ, আলমডাঙ্গা ও খোকসার পুলিশের সঙ্গে ক্রসফায়ারে নিহত নিষিদ্ধ চমরপন্থি দলের তিন কমান্ডারসহ ৬ ক্যাডার।

২১ ডিসেম্বর : ঢাকা ও কুষ্টিয়ার মিরপুরে পুলিশ ও চমরপন্থি দলের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ক্রসফায়ারে দু'জন নিহত।

২২ ডিসেম্বর : অধ্যাদেশ জারি করে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের মেয়াদকাল আরো ৪৫ দিন বাড়িয়া দেয়া হয়েছে।

২৩ ডিসেম্বর : রাজধানীর ইংলিশ রোডে উত্তরা ব্যাংকের গার্ড মোঃ মোস্তফাকে (৪২) চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা।

২৪ ডিসেম্বর : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সহসভাপতি প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুসকে সন্ত্রাসীরা নৃসংশভাবে হত্যা করেছে। সিলেটে আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ সৈয়দা জেবুন্নেসা হকের বাসভবনে বোমা হামলায় তিনি এবং মহিলা আওয়ামী লীগের ৮ নেত্রী আহত হয়েছেন।

২৫ ডিসেম্বর : যথাযোগ্য মর্যাদা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের শুভ বড়দিন উদ্‌যাপিত।

২৬ ডিসেম্বর : চট্টগ্রামে আবুল খায়ের গ্রুপের শিল্প কমপ্লেক্স ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের শিকার।

২৭ ডিসেম্বর : যুবলীগের ডাকে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত।

অধ্যাপক ইউনুস হত্যা

নেপথ্যে কারা

দেশে একের পর এক চলছে বোমা ও গ্রেনেড হামলা। হত্যা করা হচ্ছে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের। এক বছর পরও প্রয়াত সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলাকারী কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। এরই মধ্যে আবারও মধ্যযুগীয় কায়দায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক এবং বঙ্গবন্ধু পরিষদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ড. মোঃ ইউনুসকে। তাকে হত্যার পর পুলিশ কয়েকজন শিবিরকর্মীকে গ্রেপ্তার করলেও ঘটনাটি ভিন্ন খাতে নেয়ার চেষ্টা চলছে।

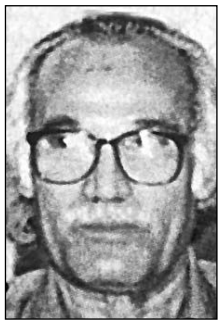

কয়েক বছর ধরে দেশের প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের ওপর চলছে হামলা। টেলিফোনে তাদের নানাভাবে হুমকি দেয়া হচ্ছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ইউনুসের হত্যার পর তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। অজানা ভয় তাদের তাড়িত করছে। অধ্যাপক ইউনুসকে কেন হত্যা করা হলো- এ প্রশ্নের জবাবে ছাত্র-শিক্ষকরা বলছেন, অধ্যাপক ইউনুসের সঙ্গে কারো কোনো বিবাদ ছিল না। তিনি ছিলেন সদালাপী, মিষ্টিভাষী, অত্যন্ত সাংস্কৃতিমনা একজন অধ্যাপক। তার হত্যার নেপথ্যে রয়েছে তার আদর্শ। এ হত্যাকান্ডের পেছনে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি জামায়াত ও তাদের অঙ্গ সংগঠন শিবিরকে দায়ী করা হচ্ছে।

মুক্তবুদ্ধির চিন্তার বিরোধীর শক্তি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রের জোরে দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ করে রেখেছে। তারাই প্রগতিবাদী শিক্ষকদের ওপর বারবার হামলা করেছে। অধ্যাপক ইউনুস তাদের হত্যাকান্ডের শিকার। এ হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ইতিমধ্যে ৫ জন শিবির কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে পুলিশ পুরো ঘটনাটি ভিন্ন খাতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এ হত্যার সঙ্গে শিক্ষক রাজনীতি, সম্পত্তির দ্বন্দ্বকে মেলাতে চেষ্টা করছে বলে সূত্র জানায়।

গত ২৭ ডিসেম্বর রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বঙ্গবন্ধু পরিষদ অধ্যাপক ইউনুস হত্যার প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে পরিষদের সভাপতি ড. এস এ মালেক বলেন, মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা এখন প্রকাশ্যে মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করছে। সরকার বিচারের নামে করছে প্রহসন। এ সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি আরেফিন সিদ্দিকী বলেন, এ দেশের শিক্ষক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। অশুভ দানবদের প্রতিহত করতে চাই প্রগতিশীল সবার ঐক্য।

অধ্যাপক ইউনুস হত্যার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্মবিরতি ঘোষণা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ হত্যার প্রতিবাদে চলছে সভা-সমাবেশ। ঘাতকদের বিচারের দাবিতে ১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশের ডাক দিয়েছে। অধ্যাপক ইউনুস হত্যার তদন্ত যেন অতীতের মতো হিমাগারে চলে না যায়। তাহলে হত্যাকারীরাই উৎসাহিত হবে। দেশ ছুটবে অন্ধকারের দিকে।

ছাত্রদল

কমিটির অপেক্ষা

আগামী ১ জানুয়ারি ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনই কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা হতে যাচ্ছে। এ কারণে সম্মেলন প্রস্তুতির সঙ্গে ছাত্রদলের ভেতরে চলছে আগামী দিনের নেতৃত্বের লড়াই। ছাত্রদলের ক্রিয়াশীল গ্রুপগুলো এখন একে অপরকে ঘায়েল করতেই ব্যস্ত। ভালো পদ পাওয়ার জন্য ছাত্রদলের সব নেতাই বিএনপি'র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের কাছে নিজের অবস্থান বিভিন্ন মাধ্যমে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছেন। তবে তারেক রহমান এখনো কমিটি নিয়ে নীরব রয়েছেন। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা এখন মোটামুটি বুঝে ফেলেছেন, আগামী কমিটিতে ছাত্রদলের সভাপতি পদে সাহাবুদ্দীন লাল্টু থাকছেন না। কার্যত তিনিও ছাত্রদলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিদায়ী বক্তব্য দিচ্ছেন। তবে আগামী নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনায় রয়েছেন গত কমিটিতে বাদ পড়া ছাত্রনেতা মনির হোসেন, বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, শফিউল বারী বাবু, সুলতান সালাউদ্দীন টুকু। সূত্র জানায়, ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবার এ চার ছাত্রনেতাদের মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা বেশি। তবে ফরহাদ হোসেন আজাদ, সেলিমুজ্জামান সেলিম, আমিরুল ইসলাম আলিম, আব্দুল কাদের জুয়েল, জয়ন্ত কুন্ডু, শহীদুল ইসলাম বাবুল, নূরুল ইসলাম নয়ন,

gwbi †nv‡mb

AwRRj evix †njvj

kwdDj evix eve

শামসুজ্জামান মেহেদী, মোস্তফা খান আদরীও আলোচনায় রয়েছেন। সূত্র জানায়, সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রতিদিনই চলছে গোপন মিটিং-সিটিং।

ইতিমধ্যে ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭টি হলের কমিটি হয়েছে। এ কমিটির নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়েও নানা প্রশ্ন উঠেছে। চাঁদাবাজ, মাদকাসক্তদের নিয়ে কমিটি গঠনের অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রদলের গত দুই বছরের অর্জন প্রসঙ্গে দলের সভাপতি সাহাবুদ্দীন লাল্টু ২০০০কে বলেন, ছাত্রদলের সাফল্য একক কোনো ব্যক্তির নয়, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। গত দুই বছরে ছাত্রদলের প্রচুর সাংগঠনিক কার্যক্রম হয়েছে। ছাত্রদল অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন আরো বেশি শক্তিশালী। ছাত্রদলের ভেতরে দৃঢ় ঐক্য রয়েছে। ছাত্রদলের আঞ্চলিকতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অঞ্চলের ওপর টান থাকা তো স্বাভাবিক একটা বিষয়। এটা উপেক্ষা করা যায় না। তবে নেতৃত্ব বাছাইয়ে অঞ্চল নয়, যোগ্যতাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

মেধাবী ও সাংগঠনিকভাবে দক্ষ নেতা হিসেবে ক্যাম্পাসে মনির হোসেনের এখনও বেশ প্রভাব রয়েছে। আগামীতে ছাত্রদলের নেতৃত্বে তিনিও চলে আসতে পারেন বলে বেশ গুঞ্জন রয়েছে। ছাত্রদলের নেতৃত্বে ফিরে আসতে চান কি না- এ প্রশ্নের জবাবে মনির হোসেন ২০০০কে বলেন, ছাত্রদলের দায়িত্ব পালন করা অলিম্পিক মশালের মতো। আমার হাতে এ মশালের দায়িত্ব যতোদিন ছিল, তাকে আমি গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমি আমাকে নিয়ে নেতা-কর্মীদের উপলব্ধি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। নীতিনির্ধারকদের প্রতি আমার আস্থা আছে। ওনারা যদি আমাকে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেন, আমি দায়িত্ব পালন করবো। গত কমিটি থেকে বাদ পড়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত কমিটি ছিল সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত। এ কমিটির সিদ্ধান্তও সাংগঠনিক হবে। সিদ্ধান্ত আমার পক্ষে গেলে ভালো বলবো, বিপক্ষে গেলে খারাপ বলবো এমন মানসিকতা আমার নেই।

তবে ছাত্রদলের সাধারণ নেতা-কর্মীরা চান সুযোগসন্ধানী নয়, দলের পরীক্ষিত ত্যাগী নেতারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে আসুক। শিক্ষাঙ্গনগুলোয় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকুক।

জয়ন্ত আচার্য

ফলোআপ

ভিপি মুকুলের হুমকি

চারটি খুনসহ ২০ মামলার আসামি তারিক কাসেম খান মুকুল ওরফে ভিপি মুকুল। মুন্সীগঞ্জ সদর থানা পুলিশের তালিকাভুক্ত এই শীর্ষ সন্ত্রাসী তার রাজনৈতিক গডফাদারদের আশীর্বাদে বর্তমানে মুন্সীগঞ্জ জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক ও শহর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এবং পৌরসভার নম্বর ওয়ার্ডের কমিশনার। ২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুন্সীগঞ্জের ত্রাস ভিপি মুকুল রাতারাতি ১২টি মামলা থেকে খালাস পেয়েছে। এদিকে শীর্ষ সন্ত্রাসী ভিপি মুকুল ও তার সহযোগীরা খুন, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ডাকাতি অপ্রতিরোধ্য গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে মুন্সীগঞ্জ সদরে। কিন্তু থানায় এদের বিরুদ্ধে কোনো মামলাও নেয়া হয় না। স্থানীয় সাংবাদিকরাও থাকেন চাপের মুখে। মুন্সীগঞ্জের ত্রাস ভিপি মুকুলের হত্যা,নারী নির্যাতন, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী অপকর্মের ফিরিস্তি ২০০০-এর গত ১৭ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হলে এই শীর্ষ সন্ত্রাসী ঢাকায় এসে আশ্রয় নেয়। গত ২০ ডিসেম্বর বিকেলে ভিপি মুকুল এই প্রতিবেদককে ফোন করে এবং নিজেকে যুবদলের সেক্রেটারি সগীর আহমেদ পরিচয় দিয়ে বলে, ঢাকা শহরে বইসা আমাগো বস ভিপি মুকুলরে নিয়া কাভার স্টোরি করস। তোরে বুঝামু মা...। এভাবে টেলিফোনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং হুমকি প্রদান এখনও অব্যাহত আছে।

মুন্সীগঞ্জের সাধারণ মানুষ ও স্থানীয় সূত্রমতে, ভিপি মুকুলের রাজনৈতিক গডফাদার মুন্সীগঞ্জ সদরে বিএনপি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য এম আব্দুল হাই। এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হয় গত ২৫ ডিসেম্বর দুপুরে তার ধানমন্ডিস্থ বাসায়। সংসদ সদস্য আব্দুল হাই উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'যান যান যা খুশি তাই লেখেন গিয়া, আমার কিছু বলার নাই। আমারে গড ফাদার কইছেন না, যান এবার গ্র্যান্ড গড ফাদার লেখেন গিয়া। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে আরো বলেন, 'আপনারা লিখছেন ২০০১-এর ইলেকশনের পর ৪টা ধর্ষণ করছে। কিন্তু আমি যে ৪টা ধর্ষণের ঘটনার বিচার করছি, সেইটা তো লিখলেন না।' এ সময় তার কাছে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হলে তিনি আবারও উত্তেজিত হয়ে বলেন, কইলাম তো, কিছু কমু না, যা খুশি লেখেন গিয়া।' উল্লেখ্য, সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, '২০০১ সালের নির্বাচনের পর এ পর্যন্ত চারটি মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে ভিপি মুকুলের বাহিনী। এর মধ্যে দু'জনকে এক মাস আগে এবং দু'জনকে এক সপ্তাহ পর ফিরিয়ে দেয়া হয়।' এ প্রসঙ্গে মুন্সীগঞ্জ সদরের এমপি আব্দুল হাইয়ের বক্তব্য, ধর্ষণের ঘটনার সত্যতাই প্রমাণ করেছে।

wfwc gKj

ভিপি মুকুলের হাতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় নির্যাতিত হয়েছে অসংখ্য মানুষ। ছাত্রলীগ নেতা শাহিন, আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মতিন, মাঠপাড়ার ফেরুসহ খুন হয়েছে ৪ জন। জানা গেছে, খুলনার কুখ্যাত ওয়ার্ড কমিশনার খুনি এরশাদ শিকদার স্টাইলে মুন্সীগঞ্জের বিএনপি নেতাও পৌরসভার ওয়ার্ড কমিশনার ভিপি মুকুল বাকি মামলাগুলো থেকে খালাস পেয়ে গেছে। নিহত শাহিনের হত্যা মামলার বাদী সাখাওয়াত হোসেনের স্ববিরোধী বক্তব্য সেই ইঙ্গিত দেয়। ভিপি মুকুল ও তার সহযোগীরা ১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রাতে শাহিনের ওপর প্রথম হামলা করে। ভিপি মুকুল এই আক্রমণের দায়দায়িত্ব স্বীকার করে বলেছে, 'হ্যাঁ আমরা ওরে সেই দিন মারছিলাম। লাঠালাঠি হইছিল। দু'তিনটা বাড়ি দিছিলাম।'

খোন্দকার তানভীর জামিল